গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ২৭ এপ্রিল - ৩ মে ২০১৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে বলিষ্ঠভাবে আমাদের দাঁড়াতে হবে

২৪ এপ্রিল কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিস ৪৮ লেনিন সরণিতে রক্তপতাকা উত্তোলন ও সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতের পর কমরেড প্রভাস ঘোষ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন পলিটব্যুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের কারণে এই বছর পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সমাবেশ হয়নি। জেলায় জেলায় বহু স্থানে এবং রাজধানী দিল্লি সহ দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্য রাজধানী ও

তিনের পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের রায়ের পরেও
ব্যাপক সন্ত্রাসের শিকার এসইউসিআই(সি) কর্মীরা

২৩ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে রাজ্যের জেলাগুলিতে দলের কর্মীদের উপর যে ব্যাপক আক্রমণ হয় তার উল্লেখ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে সেদিনই নিম্নলিখিত প্রতিবাদপত্রটি পাঠানো হয়।

হলদিবাড়িতে আক্রান্ত কমরেড রুহুল আমিন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ২১ এপ্রিলের নির্দেশনামার ভিত্তিতে ২৩ এপ্রিল রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীরা ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হন। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিডিও এবং এসডিও অফিসে শাসকদলের মস্তানবাহিনীর আক্রমণ ও হামলার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। পুলিশ-প্রশাসন নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে শাসক দলের গুন্ডাদেরই মদত দিয়েছে। জেলাগুলিতে দলের কর্মীদের উপর যে সব আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি।

১) পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে মস্তানবাহিনীর বাধার সামনে পড়ে প্রার্থীরা ময়না থানার ওসির কাছে সাহায্য চাইলে থানার কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। আরও বেশি সংখ্যায় দুর্বৃত্তরা এসে জড়ো হয় এবং প্রার্থী সহ উপস্থিত এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্মীদের আক্রমণ করে। বুদ্ধদেব দাস, বাসুদেব দাস, মৃন্ময় উত্থাসিনী, সিদ্ধার্থ রায় গুরুতর আহত হন।

পাঁচের পাতায় দেখুন

এসইউসিআই(সি)-কে হারাতে তৃণমূল-সিপিএম জোট

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি ব্লক এসইউসিআই(সি)-র অন্যতম সংগঠিত এলাকা। এখানে ভাগচাষি আন্দোলন, বেনাম জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে বণ্টনের আন্দোলন, গরিব-প্রান্তিক চাষি ও খেতমজুরদের উপর জমিদার-জোতদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মর্যাদা নিয়ে বাঁচার

আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে এসইউসিআই(সি)-র শক্ত ভিত গড়ে উঠেছে। বহু প্রাণের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে এই সংগঠন। সম্প্রতি এই ব্লকের মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম

দুয়ের পাতায় দেখুন

উচ্চশিক্ষার নয়া বিধি শিক্ষাক্ষেত্রে জরুরি অবস্থার সমতুল

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা আইন-২০১৭ মোতাবেক যে রুল বা বিধি-২০১৮-র খসড়া রাজ্য সরকার প্রস্তুত করেছে তা এক কথায় শিক্ষাক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা জারির সমতুল্য। উক্ত শিক্ষা আইনটি বিল হিসাবে বিধানসভায় পেশ করার পর গণদাবীতে (৬৯ বর্ষ, ২১ ও ২৮ সংখ্যা) বিস্তারিতভাবে ওই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখে মন্তব্য করা হয়েছিল, "ওই বিল আইন হিসাবে গৃহীত হলে উচ্চশিক্ষায় স্বাধিকারের ছিটেফোঁটা যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা আর থাকবে না।" এই অবস্থায় ওই আইনের রুল বা বিধির খসড়া হিসাবে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর যা প্রস্তুত করেছে তা স্বৈরতান্ত্রিক ঐ আইনকেও বহুদিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে।

এই খসড়া বিধির প্রতিলিপি শিক্ষকদের নজরে আসার পর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক সংগঠনগুলো তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ১৬ এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-গবেষক-আধিকারিকরা যৌথ কনভেনশন সংগঠিত করেন। ২৬ এপ্রিল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌথ বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন আবুটা রাজ্যস্তরের শিক্ষক সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে যুক্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছে।

কী আছে সেই বিধিতে? উক্ত বিধির মূল ধারাগুলি হল — (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ সকল কর্মীর চাকরিতে নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিটি (কলেজ শিক্ষকের ক্ষেত্রে কলেজ সার্ভিস কমিশন) যাঁদের নাম সুপারিশ করবে সেই নামের অনুমোদনের দায়িত্ব ছিল এতদিন পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা

দুয়ের পাতায় দেখুন

উচ্চশিক্ষার নয়া বিধি জরুরি অবস্থার সমতুল্য

একের পাতার পর

সিন্ডিকেটের। এখন থেকে ওই নাম রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে এবং সেই অনুমোদনের আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না।

(২) এত কিছুর পরে নিয়োগ হলেও তাঁর চাকরির অস্থায়ী পর্ব (প্রোবেশন পিরিয়ড) থাকবে তিন বছর — যা এতদিন ছিল এক বছর। এই অস্থায়ী পর্বে কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও অতীত কার্যকলাপ সংক্রান্ত পুলিশ রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। এই রিপোর্টগুলি সন্তোষজনক হলেই কেবল তাঁর চাকরি স্থায়ী হবে।

(৩) শিক্ষক সহ সকল কর্মীকে প্রতি বছর বার্ষিক গোপন রিপোর্ট, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন রিপোর্ট এবং বিষয় সম্পত্তির বার্ষিক রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দাখিল করতে হবে — যা সরকার যেকোনও সময় দেখতে চাইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি ছাড়া কেউ সংবাদমাধ্যমে মত প্রকাশ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নীতি বা কার্যক্রম সম্বন্ধে কোনও সমালোচনা সংবাদমাধ্যমে করলে তার জন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে রাজ্য। যদি সরকার মনে করে কোনও শিক্ষক বা কর্মীর আচরণ রাষ্ট্রের পক্ষে অনিষ্টকর, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে তিনি বরখাস্ত হতে পারেন। আবার কোনও শিক্ষক বা কর্মী যদি ৪৮ ঘন্টার বেশি বিচারবিভাগীয় বা পুলিশি হেফাজতে থাকেন তাহলেও তিনি বরখাস্ত হবেন।

(৫) শাস্তিপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষক বা কর্মচারী বিচার প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট না হলে তাঁকে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে পুনরায় বিচার চাইতে হবে। সরকার তিন জন সরকারি আধিকারিককে দিয়ে এই আপিল ট্রাইবুনাল গঠন করবে। কিন্তু এই বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন তিনি সিভিল কোর্টে যেতে পারবেন না। এমনকী এই প্রক্রিয়ায় তিনি কোনও আইনজ্ঞের সাহায্যও নিতে পারবেন না।

(৬) এছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ সকল স্তরের কর্মচারীর উপস্থিতি বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেকর্ড করা হবে। শিক্ষকদের সপ্তাহে ৬ দিন ৭ ঘন্টা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতিও হবে বাধ্যতামূলক ইত্যাদি।

খসড়া বিধিটির সমগ্র পরিকল্পনা থেকে পরিষ্কার রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান কেবল নয়, শিক্ষক সহ সকল স্তরের কর্মীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। সরকার কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে তাই নয়, শিক্ষকদের ন্যূনতম মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারেরও বিরোধিতা করছে। যে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অবলীলায় দম্ভোক্তি করতে পারেন যে, 'অর্থ দিই, তাই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নাক গলাব', সেই সরকারের কাছ থেকে আর কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে? টাকা কি তাঁর ব্যক্তিগত, না সরকারের? অধ্যাপক হওয়ার সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে ও নির্বাচন কমিটির কঠোর মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েও একজন শিক্ষককে চাকরিতে স্থায়ী হওয়ার জন্য তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে কেন? কেন নির্বাচন কমিটির সুপারিশ রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে? মূল আইনে তা ছিল না। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের ছিটেফোঁটাও কি অবশিষ্ট রইল? সরকারের দূরভিসন্ধি বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়— হয় সদ্য নিযুক্ত শিক্ষককে শাসকের দলদাস খাতায় নাম লেখাতে হবে অথবা চাকরির মায়া পরিত্যাগ করতে হবে। পুলিশ রিপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এসব অছিলা আসলে শাসকের হাতে শিক্ষককে নিয়ন্ত্রণে রাখার অস্ত্র। সম্পত্তির বার্ষিক রিপোর্ট শিক্ষকদের জমা দিতে হবে কেন? তাঁরা কি কালো টাকার কারবার করেন? সম্পত্তির রিপোর্ট যদি কারও দিতে বাধ্যতামূলক করতে হয় তা শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের জন্যই করা উচিত— যাঁদের অবাধে ঘুষ নিতে বা তোলাবাজি করতে বাধে না।

বিধির সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক ধারাটি হল, শিক্ষকরা এখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কোনও বিষয় বা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের নীতির বিরুদ্ধেসংবাদমাধ্যমে মুখ খুললে বা প্রবন্ধলিখলে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। অন্য এক ধারায় বলা হচ্ছে, শিক্ষকদের আচরণ যদি কেবল সরকারের চোখে অনিষ্টকর মনে হয় তাহলেই তিনি বরখাস্ত হতে পারেন। অর্থাৎ এই সরকার আইন করে শিক্ষকদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে। মতপ্রকাশের অধিকার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। যুগে যুগে দেশে দেশে এই অধিকারের পক্ষে লড়াই হয়েছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। ব্রিটিশ সরকার যখন কার্লাইল সার্কুলার জারি করে শিক্ষক ও ছাত্রের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল তখন ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজের শিক্ষক-পড়ুয়ারা দেশবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। রাজ্য সরকারে আসীন দলটি যদি তখন ক্ষমতায় থাকত তাহলে রবীন্দ্রনাথদের কী দশা হত তা ভেবে আমরা আশঙ্কিত?

তাঁরা উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের ১০টা ৫টা কাজের ঘন্টায় বাঁধতে চাইছেন। তাঁদের কি এই ন্যূনতম ধারণা আছে যে, একজন এই স্তরের শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে ঢোকার আগে পঠন-পাঠনের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করতে কত সময় দিতে হয়? বা গবেষকের পরিদর্শক হিসাবে একজন অধ্যাপককে গ্রন্থাগার, রেফারেন্স জার্নাল বা বইয়ের সঙ্গে কত ঘন্টা নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়? বায়োমেট্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষকদের সাত ঘন্টা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদ্ধ রাখলে এই কাজ সম্ভব হবে? ঠিকই কিছু কালো ঘোড়া আছে, যারা এর সুযোগ নেয়। তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা হোক। কিন্তু তার জন্য সমস্ত পঠন-পাঠন-গবেষণার পরিবেশকে ধ্বংস করা হবে কেন? বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে 'শিক্ষকদের উপস্থিতি বাড়াতে চাইছি, দায়বদ্ধ করতে চাইছি'— কথাগুলো আপাতত শুনতে ভাল হলেও এর কুফল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে যাঁরা বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তাঁদের মনে শিক্ষকদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করা যাবে, দেখানো যাবে সরকার শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কত চিন্তিত। কিন্তু শিক্ষার মঙ্গল কিছু হবে না।

এসব কিছুর উপরেও গুরুত্বপূর্ণ হল, এই বিধির ধারাগুলোর মাধ্যমে শিক্ষকদের চরম অবমাননা করা হচ্ছে। শিক্ষকতা পেশা যে অন্য যেকোনও পেশার থেকে অন্য মাত্রার, শিক্ষক-গবেষকরা যে জ্ঞানের স্রষ্টা, তাঁরাই যে ভবিষ্যৎ নাগরিককে লালন-পালন করে সমাজের প্রয়োজনে গড়ে তোলেন — এই স্বীকৃতি না দিয়ে তাঁদের ভাবমূর্তিকে যদি ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখবে কে? বোঝাই যায় সমগ্র বিষয়টি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। চাপে পড়ে শিক্ষামন্ত্রীর 'কিছু-জানি না', 'জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে না' প্রভৃতি মন্তব্যের মধ্যে কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। নিশ্চয় স্মরণে আছে ২০১৭-র শিক্ষা আইন ২০১৬-র ডিসেম্বরে একবার পেশ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবাদের ফলে তা সম্ভব হয়নি। বিলের কপি বিধায়কদের মধ্যে বিতরণ করার পরেও তা বিধানসভায় পেশ হয়নি। তখনও মন্ত্রী বলেছিলেন, এমন বিল যে পেশ হবে তা নাকি তিনি জানতেন না। পরে ২০১৭-র ফেব্রুয়ারিতে ২-১টি শব্দ পরিবর্তন করে প্রায় হুবহু ওই বিলকে আইনে পরিণত করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক তথা শিক্ষার মর্যাদা রক্ষার্থে শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষানুরাগী সমস্ত মানুষেরই এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।

সেভ এডুকেশন কমিটির প্রতিবাদ

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা ১৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য সরকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য নয়া আচরণবিধির যে খসড়া প্রণয়ন করেছে—তা এক কথায় গণতন্ত্র হত্যার নয়া ফরমান। স্কুল শিক্ষকদের মতো একই কায়দায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার এখনও বজায় আছে তাকেও গলা টিপে হত্যা করতে উদ্যত রাজ্য সরকার।

আমরা অবিলম্বে সরকারকে এই গণতন্ত্র হত্যার ফরমান বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি সমগ্র শিক্ষক- শিক্ষাকর্মী সমাজকে একযোগে রুখে দাঁড়িয়ে তীব্র আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এসইউসিআই(সি)-কে হারাতে তৃণমূল-সিপিএম জোট

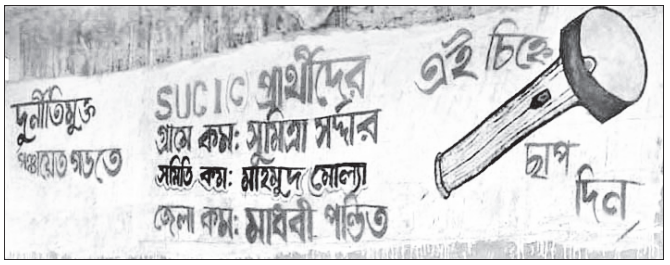

একের পাতার পর

পঞ্চায়েত সংবাদ মাধ্যমের কাছে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কারণ এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এসইউসিআই(সি)-কে হারাতে জোট বেঁধেছে প্রাক্তন ও বর্তমান শাসক দল।

এসইউসিআই(সি)-র বিরুদ্ধে এখানে বরাবরই কায়েমী স্বার্থবাদীরা জোট বাঁধে। কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে। তবে এবারের জোটবন্ধন তারা নিজেরাই প্রচারের আলোয় এনে দিয়েছে যৌথ দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে। একই দেওয়ালে ঘাসফুল ও কাস্তে-হাতুড়ি-তারা। জোট বোঝাতে দেওয়ালে লেখা হয়েছে টিএমসি প্লাস সিপিআই (এম)।

জোটের রসায়নটা কী? গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে অঞ্চলের ১৯টি বুথের মধ্যে এসইউসিআই(সি) এগিয়ে ১৫টিতে। চারটিতে সিপিএম। তৃণমূল ও সিপিএম জোট না করলে পরাজয় নিশ্চিত অনুমান করে তারা একে অপরের হাত ধরেছে। যদিও দুই দলের নেতারা 'অত্যুৎসাহী'দের উপর পুরো দায় চাপিয়ে দিয়েছে। জোটও রয়েছে বহাল তবিয়তেই।

শুধু কুলতলিতেই নয়, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকেও এস ইউ সি আই (সি)-কে হারাতে এই ধরনের জোট দেখা যাচ্ছে। এখানে বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে এস ইউ সি আই (সি)-কে হারাতে তৃণমূল জোট বেঁধেছে কংগ্রেসের সাথে। বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে পান চাষিদের দাবি থেকে শুরু করে এলাকার নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এস ইউ সি আই (সি)। মদের প্রসারের বিরুদ্ধেও গড়ে তুলেছে আন্দোলন। ফলে এই এলাকায় এস ইউ সি আই (সি)-এর বিরুদ্ধে সব দলই এক। এস ইউ সি আই (সি)-র শক্তি যেখানেই বেশি সেখানেই তার বিরুদ্ধে সমস্ত বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া দলের এক হয়ে যাওয়া নতুন নয়। এস ইউ সি আই(সি) অবশ্য আস্থা রেখেছে সাধারণ মানুষের উপর।

চিকিৎসা স্বার্থবিরোধী এনএমসি বিলের বিরুদ্ধে কনভেনশন

অগণতান্ত্রিক ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বিল সম্পূর্ণ বাতিলের দাবিতে এআইডিএসও-র ডাকে ১৯ এপ্রিল কলকাতায় বেঙ্গল টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশন হল-এ সারা বাংলা মেডিকেল এবং ডেন্টাল ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তার এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, প্রাক্তন সাংসদ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য ডাঃ তরুণ মণ্ডল, এন আর এস মেডিকেল কলেজের গাইনোকলোজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী, কে পি সি মেডিকেল কলেজের শিশু-শল্য বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ পার্থপ্রতীক মুখার্জী, এআইডিএসও-র রাজ্য সহ-সভাপতি ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার। এনএমসি বিল বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্রতর করার লক্ষ্যে গঠিত হয় সারা বাংলা অ্যান্টি এন এম সি কমিটি। ডাঃ কবিউল হক ও সৌম্যদীপ রায়কে আহ্বায়ক করে ৪৮ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

অবক্ষয় ছাড়া পুঁজিবাদের আর কিছু দেওয়ার নেই

একের পাতার পর

অনেকগুলি বড় শহরে ২৪ এপ্রিলের সমাবেশ হয়। কেন্দ্রীয় অফিসে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

২৪ এপ্রিলের ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী, গুরুত্ব কী তা কমরেডরা সকলেই জানেন। এ-ও কমরেডরা জানেন, কী কঠিন কঠোর প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সে-তুং এর সুযোগ্য উত্তরসাধক মহান শিক্ষক মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোটি কোটি অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের চোখের জল ব্যথা-বেদনাকে বুকে বহন করে আন্তর্জাতিক বিপ্লব এবং এদেশের বুকে পুঁজিবাদবিরোধী মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্নকে সামনে রেখে এই দল তিনি গড়ে তুলেছিলেন।

আজ আমরা কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি ? সমগ্র বিশ্বে এবং আমাদের দেশে মানবজাতি, মানবসভ্যতা ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন। এই সংকট যে ঘটবে তা মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সে-তুং বলে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই সংকটের খানিকটা দেখে গেছেন। একটা সমাজব্যবস্থার কৈশোর থাকে, যৌবন থাকে, প্রৌঢ়ত্ব থাকে, বার্ধক্যও আসে। আজকের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মৃত্যুশয্যায় শায়িত একটা পচাগলা শবদেহের মতো। প্রাণীজগতের প্রাণের নিয়মেই যেমন করে জন্ম এবং মৃত্যু ঘটে সমাজের ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না। কারণ মানবসমাজের ক্ষেত্রে মানুষের চেতনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক শ্রেণি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণির চেতনা এবং মুক্তিকামী শোষিত জনগণের প্রগতিশীল চেতনার সংঘাত থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারিত মুক্তিকামী জনগণ সঠিক বৈপ্লবিক আদর্শের সন্ধান না পায়, বৈপ্লবিক সংস্কৃতির হদিশ না পায় এবং বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে না পারে ততক্ষণ যতই সমাজের অধঃপতন ঘটুক, অবক্ষয় ঘটুক সেই সমাজের মৃত্যু ঘটে না। এটাই ইতিহাসের নিয়ম। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদের, আমাদের দেশের পুঁজিবাদের আর দেওয়ার কিছু নেই। একমাত্র দেওয়ার আছে আরও ধ্বংস, আরও অবক্ষয়। এরকম একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন আমরা হয়েছি। [illegible] অর্থাৎ একদিকে অতি মুষ্টিমেয়র হাতে বিপুল সম্পদ চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, অন্যদিকে চূড়ান্তভাবে ক্রমবর্ধমান হারে দারিদ্র, ক্ষুধা, অনাহারে মৃত্যু বাড়ছে। পুঁজিপতির হাতে সম্পদের চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন, আর অন্য দিকে নিচুতলায় সীমাহীন ক্ষুধা এবং মৃত্যু। [illegible] অর্থাৎ একদিকে অত্যধিক হারে মুনাফা অর্জন, অন্যদিকে অত্যধিক হারে বেকারত্ব ও ছাঁটাই বৃদ্ধি। সাম্রাজ্যবাদের চূড়ামণি আমেরিকা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এই সঙ্কট আজ চূড়ান্তভাবে দেখা দিয়েছে। আজ ভয়ংকর বাজার সংকটে জর্জরিত সাম্রজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতি হাবু ডুবু খাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শিরোমনি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু দিন আগে বিশ্বের বাজার গ্রাস করার জন্য গ্লোবালাইজেশনের স্কিম চালুর প্রধান হোতা ছিল। আজ সে দেখছে এই স্কিমের ফলে তার হোম মার্কেটই অন্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা অনেকটা গ্রাস করেছে। তার শিল্পে সংকট, ছাঁটাই বাড়ছে, বেকার বাড়ছে, তাই সে আওয়াজ তুলেছে গ্লোবালাইজেশন চাই না, বিদেশী পণ্য আটকাতে শুল্ক বাড়িয়ে প্রোটেকশনের প্রাচীর খাড়া করেছে। অন্যেরাও একই পথ নিচ্ছে। এখন বাণিজ্য যুদ্ধ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। কে বলতে পারে এরপর হয়ত সশস্ত্র যুদ্ধও বাধতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ মানেই লুণ্ঠনের বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে লেনিন বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদ জরাগ্রস্ত হয়েছে। আজ সেই পুঁজিবাদ পচা-গলা শবদেহের মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক, সাংস্কৃতিক-নৈতিক জীবন সবকিছুকে ধ্বংস করছে।

বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু যুগেও মানবতার ঝান্ডা নিয়ে রম্যাঁ রল্যাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইনরা দাঁড়িয়েছিলেন। আর পরে ছিলেন রাসেল, সার্ত্রে। আর সাম্যবাদের ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মহান লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সে-তুং, আমাদের দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষ। এ দেশে মানবতাবাদের ঝান্ডা নিয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ফুলে থেকে যাত্রা শুরু, তারপর একে একে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-প্রেমচাঁদ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন দাস, ভগৎ সিং সহ অন্যান্য বিপ্লবীরা ছিলেন। আজ ভারতবর্ষ শুধু নয়, গোটা বিশ্বের কোনও পুঁজিবাদী দেশেই মানবতাবাদী মূল্যবোধেরও চিহ্ন নেই। আমরা দেখছি সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়করা ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, এমনকী কেউ কেউ লম্পট। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিদিন একটা না একটা মহিলাঘটিত কেলেঙ্কারি প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের দেশেও রাষ্ট্রনায়ক যারা তারা হল মিথ্যাবাদী, ভণ্ড। জনগণকে তারা প্রতারণা করছে, ঠকাচ্ছে, মিথ্যাচার করছে। গণতন্ত্র কথাটা শুধু কথাতেই আছে। মনুষ্যত্বের ওপর আক্রমণ করছে। পশুর সাথে মানুষের পার্থক্য যেখানে, তা হল মানুষের চিন্তার ক্ষমতা, যার ভিত্তিতে সভ্যতার সৃষ্টি এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান ছিল মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায়নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ। যেদিন থেকে সমাজ সভ্য হতে শুরু করল সেদিন থেকে প্রত্যেকটি সমাজের মধ্যে এগুলিই ছিল মূল্যবান সম্পদ। আজ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ এই মনুষ্যত্বকে হত্যা করছে। সমস্ত দিক থেকে, ন্যায়নীতিবোধ, মূল্যবোধ বলে কোনও কিছুর অবশিষ্ট আর নেই। যারা নবজাগরণের পথপ্রদর্শক আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা কেউই এই পরিস্থিতি দেখে যাননি। আজ স্নেহ, মায়া, মমতা, কর্তব্যবোধ, ব্যক্তিজীবনে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক— সমস্ত কিছু শাসকরা ধ্বংস করে দিচ্ছে। ৭০ বছরের বৃদ্ধা থেকে ৭ মাসের শিশুকন্যা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন ধর্ষিতা হচ্ছে, জন্মদাতা পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে মেয়ে— ধর্ষিতা হিসাবে। এইসব জিনিস পূর্ববর্তী যুগের বড় মানুষেরা কেউ প্রত্যক্ষ করে যাননি। আজ এ সব আমরা প্রতিদিন দেখছি। এই হচ্ছে পুঁজিবাদের সৃষ্টি। পুঁজিবাদ মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করছে। মনুষ্যদেহধারী কিন্তু মনুষ্যত্ববর্জিত একটা নতুন প্রজাতি, যা বর্বর যুগেও ছিল না, এমনকী বন্য যুগেও ছিল না, যা প্রাণীজগতেও দেখা যায় না, এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যুক্তি-চিন্তাভাবনা-দায়িত্ববোধ-কর্তব্যবোধ-বিচারবুদ্ধি এগুলোকে ধ্বংস করে দাও। মানুষকে অমানুষ করে দাও। মানুষের মধ্যে কোনও মানবিক মূল্যবোধ যেন না থাকে। কোনও প্রতিবাদ করার মন যেন না থাকে। এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য গোটা যুব সম্প্রদায়, ছাত্র সম্প্রদায়কে সমস্ত দিক থেকে বিপথে চালিত করছে, নোংরা যৌনতা ও ক্রিমিনাল কার্যকলাপের স্রোতে নিমজ্জিত করছে। এইরকম অবস্থার আমরা সম্মুখীন।

আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র। আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা সকলে স্বেচ্ছায় দলে যুক্ত হয়েছি। আমরা জানি কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রয়োগ করে শুধু উন্নত করেছেন তাই নয়, তিনি লেনিন পরবর্তীকালে দর্শনগত দিক থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন, বিজ্ঞানজগতে উদ্ভূত প্রশ্নের সমাধান করেছেন এবং অন্য দিকে একটা সর্বহারা বিপ্লবী দল আজকের দিনে কীভাবে গড়ে তুলতে হয়, সর্বহারা গণতন্ত্র কাকে বলে, সর্বহারা সংস্কৃতি কাকে বলে, সাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্যা কোথায়, কী কী কারণে সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংশোধনবাদের পথে পুঁজিবাদ আবার মাথা তুলছে এবং ফিরে আসার বিপদ রয়েছে —এই সমস্ত প্রশ্নেই তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। আজকের দিনে বিভিন্ন দেশে অত্যাচারিত নির্যাতিত মানুষ বিক্ষোভ করছে, লড়াই করছে, আন্দোলন করছে। বিক্ষোভ-আন্দোলন জোয়ারের মতো আসছে, আবার ভাটা এসে যাচ্ছে, স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ, তার নেতৃত্ব নেই, সঠিক পথ জানা নেই। সেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ আর নেই। দেশে দেশে সেই ধরনের কমিউনিস্ট নেতৃত্বও নেই। বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত চেষ্টা হচ্ছে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার। কিন্তু আমরা জানি আজকের দিনে উন্নততর মার্কসবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে হাতিয়ার না করলে কোনও দেশে যথার্থ মার্কসবাদী দল গড়ে উঠতে পারবে না। সেইজন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। পৌঁছে দিতে হলে আমাদের দলের শক্তি আরও বাড়াতে হবে। এই শক্তি নিয়ে আমরা এই শিক্ষাকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে পারব না। যতক্ষণ পর্যন্ত তা পৌঁছে দিতে না পারছি, ততক্ষণ বারবার বিক্ষোভ হবে, বারবার 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন হবে, 'আরব বসন্তে'র মতো আন্দোলন হবে, ইউরোপে ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাবে, কিন্তু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকবে। সংকট আরও বাড়বে।

কেন্দ্রীয় অফিসে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

আমাদের দেশেও বিক্ষোভ হচ্ছে, পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ মাঝে মাঝে ফেটেও পড়ছে। আমাদের দল শক্তি সঞ্চয় করছে এ কথা ঠিক, কিন্তু দলের যে শক্তি থাকলে এই বিক্ষোভগুলিকে আমরা সংগঠিত লাগাতার গণআন্দোলনে পর্যবসিত করতে পারি সেই শক্তি আজও আমরা অর্জন করতে পারিনি। একথা ঠিক আমাদের দেশে বিজেপি শাসন একটা নগ্ন ফ্যাসিবাদী রূপ নিয়েছে। আবার একথাও ঠিক নয় বিজেপিই প্রথম ফ্যাসিবাদ এনেছে। এদেশে ফ্যাসিবাদের প্রবর্তক জাতীয় কংগ্রেস। কমরেড শিবদাস ঘোষ একথা বহুদিন আগেই বলেছেন। আজকের বিশ্ব পুঁজিবাদ, উন্নত অনুন্নত সব দেশেই ফ্যাসিবাদের পথ গ্রহণ করেছে। ফ্যাসিবাদ কাকে বলে, তার অর্থনৈতিক চরিত্র কী, রাজনৈতিক চরিত্র কী, সাংস্কৃতিক চরিত্র কী, এ কথা তিনি বিশ্বব্যাপী মানবসমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই যে আজ বিজেপি মাথা তুলতে পারল এরও জমি তৈরি করে গেছে জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে শুধু সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিং-ক্ষুদিরামদের রাজনৈতিক বিপ্লববাদকেই বিরোধিতা করেনি, অন্যদিকে যে অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর লড়াই করেছিলেন, শরৎচন্দ্র যে ঝান্ডা বহন করেছিলেন, ভগৎ সিং যে ঝান্ডা বহন করেছিলেন, তারও বিরোধিতা করেছিল। জাতীয় কংগ্রেস ধর্মের সাথে আপস করেছে, অধ্যাত্মবাদের সাথে আপস করেছে এবং তার বিষময় ফলও আমরা দেখেছি— সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ। অধ্যাত্মবাদের চিন্তা, ধর্মবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, এগুলি জাতীয় কংগ্রেসের আপসমুখী ধারার জন্যই এ দেশের মাটিতে সৃষ্টি হয়েছে, গড়ে উঠেছে, জমি পেয়েছে। অন্যদিকে তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি যা কোনও দিনই মার্কসবাদী দল ছিল না, তারা কোনও দিনই অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেনি। ওরা বিশ্ব-সাম্যবাদী আন্দোলনের যে গৌরব তাকে আত্মসাৎ করে শক্তি বাড়িয়েছে আর এ দেশে নেতাজি-ভগৎ সিং-সূর্য সেনদের বিপ্লবী আন্দোলনের গৌরবকে আত্মসাৎ করে শুধু শক্তি বাড়িয়েছে। এরা কোনও দিন মার্কসবাদের চর্চা তো করেইনি, কোনও উন্নত সংস্কৃতির চর্চাও করেনি। অধ্যাত্মবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ দূর করার লড়াইতে এদের কোনও সংগ্রাম নেই, কোনও ঐতিহ্য নেই। না হলে, যে পশ্চিমবাংলা একসময় বামপন্থার ঘাঁটি ছিল, সেই পশ্চিমবাংলায় আজকে বিজেপি এভাবে মাথা তুলতে পারত না। যারা

সাতের পাতায় দেখুন

তমলুকে ধর্ষকের ফাঁসির শাস্তি ঘোষিত

আন্দোলনের জয়

নাবালিকা পরিচারিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অপরাধে তমলুকের বাসিন্দা প্রণব রায়কে ১৯ এপ্রিল মৃত্যুদণ্ড দিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা দায়রা বিচারক সঞ্চিতা সরকার। রায় ঘোষণার পর নিহত নাবালিকা পূজার বাবা অনন্ত ভুঞ্যা এবং অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি, নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটি, সিপিডিআরএস তমলুক শহরে মিছিল বের করে। রাস্তার দুধারে মানুষেরা হাত তুলে এই জয়কে অভিনন্দন জানান।

ওই নাবালিকার বাবা দিনমজুর ও মা পরিচারিকার কাজ করেন। দরিদ্র বাবা-মা পেটপুরে খাওয়া ও সম্মানের সঙ্গে বাঁচার আশায় অনন্যোপায় হয়ে মেয়ে পূজাকে শিক্ষক প্রণব রায়ের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে পাঠান। ২০১২ সালের ২৩ মে তমলুক জেলা হাসপাতালে পূজার মৃত্যু হয়। দ্রুত ময়না তদন্ত করে দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই কাজে প্রণবকে সাহায্য করে শহরের শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতা ও তাঁর বাহিনী। রিপোর্টে যাতে 'বিষ খেয়ে আত্মহত্যা' লেখা হয় তার জন্য হাসপাতালের ময়না তদন্তকারী চিকিৎসকের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। এমনকী এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য মৃতার বাবার উপর চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু মৃতার পিতা ওই অপরাধীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ জানান। ময়না তদন্তের রিপোর্টে বারবার ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এমএসএস সহ গণসংগঠনগুলি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ডেপুটেশন দিয়ে ও বিক্ষোভ দেখিয়ে সঠিক তদন্ত ও অপরাধীর কঠোর শাস্তি দাবি করে।

সরকারি আইনজীবী নবকুমার সরকার ও আবদুল মোহিত প্রণবের ফাঁসির পক্ষে সওয়াল করেন। নবকুমার বাবু বলেন, সমাজের মেরুদণ্ড তৈরির কারিগরদের প্রতিনিধি হয়েও সে নাবালিকাকে লাগাতার ধর্ষণ করে পৈশাচিকভাবে খুন করেছে। রক্ষক হয়ে ভক্ষকের কাজ করা এর কাছে সমাজ কী শিক্ষা পাবে? তিনি বলেন, এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডই যোগ্য শাস্তি। বিচারের রায় মৃত্যুদণ্ডের রায় তমলুক শহরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ বলতে থাকে, টাকার জোরে সব দলের নেতাদের কিনতে পারলেও এসইউসিআই (সি) দলের নেতাদের কিনতে পারল না। ন্যায় বিচার অর্জিত হওয়ায় তমলুকবাসী খুশি। মৃতার বাবা চোখের জলে বলেন, আর কোনও মেয়ের জীবনে যেন আমার মেয়ের মতো ঘটনা না ঘটে। এমএসএস-এর রাজ্য সহসভাপতি অনিতা মাইতি বলেন, এই জয় জনগণের। রাজ্য সম্পাদিকা সুজাতা ব্যানার্জী বলেন, উন্নাও, কাঠুয়া, সুরাটের মতো অসংখ্য ন্যক্কারজনক ঘটনায় মানুষ যখন দিশেহারা তখন এই রায় তাদের ভরসা যোগাবে এবং আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীল করে তুলবে। নারীনিগ্রহ বিরোধী কমিটি এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে।

'কমরেড আব্দুল ওদুদ বিশেষ সংগ্রামের ফসল'

স্মৃতিভবন উদ্বোধনী সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

"যে ওদুদের জন্য আপনারা চোখের জল ফেলছেন সে একটা দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। তিনি ছাত্রজীবন থেকে স্বপ্ন দেখেছেন ব্যক্তিগত জীবন নয়, পারিবারিক জীবন নয়, সমাজকে নিজের বলে গ্রহণ করার। কমরেড ওদুদের যে চরিত্র দেখেছেন, তাঁর যে দরদবোধ, যে বিরাট হৃদয়, যে ভালবাসা এখানকার মানুষ অনুভব করেন তা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে হাতিয়ার করে গড়ে ওঠা এক বিশেষ সংগ্রামের ফসল।" ১৭ এপ্রিল নদিয়ার বারুইপাড়ায় প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের এক সমাবেশে এ কথা বলেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক

কমরেড প্রভাস ঘোষ।

এদিন ছিল 'বীর শহিদ আব্দুল ওদুদ স্মৃতিভবন'-এর উপর নির্মিত ১৫০ আসন বিশিষ্ট একটি মিটিং হলের উদ্বোধন। ১৯৯৮ সালের ২৯ মে তিনি শহিদ হন। তার আগের দিন ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন। সারা দিন রাত পোলিং-এর কাজ করে ২৯ মে সকাল ১০টা নাগাদ শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাজারের এক চায়ের দোকানে চা খেতে বসেছিলেন। রাস্তায় তখনও বোমা পিস্তল নিয়ে সিপিএম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চতুর্দিকে এক সন্ত্রস্ত পরিবেশ। এমন সময় স্থানীয় এক সিপিএম নেতা গ্রামে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথা বলে আব্দুল ওদুদকে পাশেই পঞ্চায়েত অফিসে পুলিশের উপস্থিতিতে আলোচনার জন্য আসতে বলেন। বিশ্বাস করে ওদুদ মাস্টার পঞ্চায়েত অফিসে যান। পুলিশ তখনই চলে যেতে উদ্যত হয়। চক্রান্ত বুঝতে পেরে ওদুদ পুলিশকে থাকার জন্য অনুরোধ করলেও পুলিশ চলে যায়। এমন সময় সশস্ত্র মিছিল নিয়ে সিপিএম ঘিরে ধরে এবং শাবল বল্লম দিয়ে উন্মত্ত উল্লাসে তাঁকে হত্যা করে।

ওদুদকে সিপিএম টার্গেট করেছিল কেন? স্মৃতিভবন রক্ষা কমিটির সম্পাদিকা কমরেড ইসমত আরা খাতুন জানালেন, ওদুদ ছিলেন সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক। ১৯৭৬ সালে তিনি এসইউসিআই(সি) দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষদের সংগঠিত করে আন্দোলন করেন। এলাকায় মনীষীদের জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে এক উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাঁর মাধ্যমে এলাকায় এসইউসিআই(সি)-র দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল। সিপিএমের সৎ কর্মীরাও দলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। ফলে এসইউসিআই(সি)-কে নির্মূল করতেই পুলিশি হয়রানি, মিথ্যা মামলা, গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া এবং খুন সবই ওরা করেছে।

ইতিহাস বলে অত্যাচারীরা শেষ কথা বলে না। সমস্ত অত্যাচার মোকাবিলা করেই এসইউসিআই (সি) -র শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। এদিনের বিশাল সমাবেশ সে কথাই বলছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান বক্তব্য রাখেন।

শিশু ও নারী নিগ্রহ-কারীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদে সামিল নাগরিকরা

▲ উত্তর কলকাতায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের মিছিল

▲ পথে গবেষকরাও। সল্ট লেক

▲ বেলদায় নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটির প্রতিবাদ

▲ বালুরঘাটে মৌন মিছিল

◄ শিবপুর মর্নিং ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিবাদ

▲ হাবড়ায় সাংস্কৃতিক সংগঠনের মিছিল

▲ পুরুলিয়ায় মোমবাতি মিছিল

ব্যাপক সন্ত্রাসের শিকার এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা

একের পাতার পর

২) বীরভূমের রামপুরহাটে আমাদের প্রার্থীরা দলের কর্মীদের সাথে দলবদ্ধভাবে বিডিও/এসডিও অফিসে নমিনেশন দিতে গেলে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে। প্রায় ২০ জন গুরুতর আহত হন। সিউড়িতেও তৃণমূলের আক্রমণে আমাদের ২জন মহিলা প্রার্থী গুরুতর আহত হন।

৩) পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রার্থী কাটোয়া এসডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাধা দেয়, ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে কাগজপত্র

পূর্ব মেদিনীপুর ময়নায় আক্রান্ত কমরেড বুদ্ধদেব দাস

ছিঁড়ে ফেলে এবং এসডিও অফিস থেকে তাড়িয়ে দেয়।

৪) মুর্শিদাবাদ জেলার ক) লালগোলা ব্লক অফিসের ভিতরে বিরোধী প্রার্থীদের ডিসিআর ছিঁড়ে দিয়েছে, ভিতরে ও বাইরে ব্যাপক মারধর করেছে। খ) লালবাগ ব্লক অফিসেও মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। গ) কান্দি এসডিও অফিসে সকাল থেকেই আমাদের দলের প্রার্থীরা

কান্দিতে টিএমসি দুষ্কৃতীবাহিনীর হাতে আক্রান্ত কর্মীদের নমিনেশন পেপারে আগুন লাগিয়ে বিক্ষোভ

মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানো জেলা পরিষদের প্রার্থী দিলীপ শেখ সহ সমস্ত প্রার্থীদের ব্যাপক মারধোর করে এবং তাড়িয়ে দেয়। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া যায়নি। ঘ) হরিহরপাড়া ব্লক অফিসে ভোর ৬-৩০টায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রার্থীদের উপর ব্যাপক হামলা চালায় তৃণমূল দুষ্কৃতীবাহিনী। গোটা বিডিও অফিস জ্যাম করে রেখে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। এখানে আমাদের পার্টি অফিসও তৃণমূল গুন্ডারা ভাঙচুর করে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও ফল পাওয়া যায়নি।

৫) পশ্চিম বর্ধমান জেলার সালানপুরে ওসি'র কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য। সাহায্য না করে ওসি আমাদের দলের প্রার্থী ও কর্মীদের ওপর তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। এই আক্রমণে নির্মল পাল, মৃণাল সামন্ত, আনন্দরূপ রায় সহ আর বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়।

৬) কোচবিহারের হলদিবাড়ি ব্লকে আমাদের লোকাল সম্পাদক কমরেড রুহুল আমিন আমাদের দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে যখন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য ব্লক অফিসে

কমরেড অনুকূল মণ্ডল। মন্দিরবাজার

যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর ওপর তৃণমূল লেঠেল বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ চালায়। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তার সাথে অন্যান্যদের ওপরও হামলা চালানো হয়। তুফানগঞ্জে নমিনেশন জমা দিতে সরকারি অফিস গেলে অফিসাররা তৃণমূল নেতাদের সাহায্য নেওয়ার জন্য বলতে থাকেন।

৭) জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে এবং রাজগঞ্জ ব্লকেও একইভাবে তৃণমূলের লেঠেলবাহিনী দলের প্রার্থী ও কর্মীদের ওপর ব্লক অফিসেই পুলিশের সামনে ব্যাপক হামলা চালায়। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

৮) দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার এসডিও অফিসে দলের সকল প্রার্থী ও কর্মীদের মারধর করে অফিস

নমিনেশন দিতে না দেওয়ায় জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ

চত্বর থেকে বার করে দেয়। শ্রীকান্ত নস্কর সহ অনেকেই আহত। মন্দিরবাজারে অনুকূল মণ্ডলকে মেরে অফিস থেকে বের করে দেয়। বজবজ-২ ব্লকে তৃণমূল লেঠেলবাহিনী বোমা, বন্দুক, টাঙ্গি নিয়ে আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। হামলার প্রতিবাদে আমাদের কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করলে তৃণমূল বাহিনী আমাদের লোকাল

তমলুক এসপি অফিসে বিক্ষোভ

সম্পাদক এবং জেলার নেতা অজয় ঘোষকে ব্যাপক মারধোর করে। অজয় ঘোষকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। জয়নগর-২ ব্লকে চণ্ডীপুরে দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীকে টিএমসি দুষ্কৃতী বাহিনী জোর করে তুলে নিয়ে যেতে গেলে দলের কর্মী ও জনগণের প্রবল প্রতিরোধে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় আপনার সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং অবিলম্বে বিকল্প স্থানে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করার আবেদন জানাচ্ছি।

চাই যুক্ত বামপন্থী আন্দোলন

সিপিআই(এম) পার্টি কংগ্রেসে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

১৮ এপ্রিল হায়দরাবাদে সিপিআই(এম)-এর ২২তম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

প্রথমেই উপস্থিত সকলকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, আপনাদের পার্টি কংগ্রেস এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন গোটা দেশ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। প্রায় সমস্ত শিল্পই বন্ধ হওয়ার মুখে, সর্বত্রই বহাল মন্দার আবহাওয়া। জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে আজ বেঁচে থাকাটাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। গরিব ও ক্ষুদ্র চাষিরা এই ধাক্কা সামলাতে না পেরে অধিকতর সংখ্যায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই অসহনীয় অবস্থা যে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির মারাত্মক শোষণ ও শাসনেরই ফল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর উপর কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি-আরএসএস সরকারি ক্ষমতা পাওয়ার ফলে যন্ত্রণাক্লিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নতুন করে অস্তিত্ব রক্ষার সংকট দেখা দিয়েছে। পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় মদতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, হত্যা, লুঠ প্রভৃতির মাধ্যমে গোটা দেশের পরিবেশকে এরা বিষাক্ত করে তুলছে। শুধু তাই নয়, আরও মারাত্মক বিষয় হল, বিজেপি-আরএসএস একদিকে ধর্মীয় অন্ধতা জাগিয়ে তুলছে, অন্য দিকে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকে আরও কেন্দ্রীভূত ও জনবিরোধী করে দেশকে প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে মানবসমাজের নিকৃষ্টতম শত্রু।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত বামপন্থী শক্তিগুলির অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাজনৈতিক 'কোর' গঠন করে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার. জন্য ঐতিহাসিক গণআন্দোলন পরিচালনা করা। সেক্ষেত্রে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির সঙ্গে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা দরকার একথা মনে রেখেই যে সকল বিজেপি বিরোধী শক্তি আদতে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। সামন্ততন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের এক পর্যায়ে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার জন্ম হয়েছিল। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবধারা বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে মানুষকে ধর্মীয় অন্ধতা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে, বিশেষ করে আরএসএস-বিজেপির বিপজ্জনক উত্থানের দিকে তাকিয়ে আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, দেশব্যাপী শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, যেমনটা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার আগে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে জাত-পাত-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত অংশের খেটে-খাওয়া মানুষকে যুক্ত করে লাগাতার গণআন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে। সেই সংগ্রাম আজ অত্যন্ত জরুরি। একথা সত্য যে, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে লোকসভা-বিধানসভার অভ্যন্তরে আন্দোলনের সহায়ক যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আইনসভার বাইরের সংগ্রামটাই প্রধান এবং সেটাই নির্ণায়ক শক্তি। আপনাদের পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পুরুলিয়ায় চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিকারের দাবি

পুরুলিয়ার বরাবাজার ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের মেডিকেল অফিসার ডাঃ বিপ্লব মণ্ডলের উপর বর্বরোচিত হামলায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে ১৮ এপ্রিল স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ও সভাপতি ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী জানান, জেলা স্বাস্থ্যকর্তারা বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও থানার ওসি কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি। অথচ চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় দুষ্কৃতীদের দ্রুত শাস্তিবিধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পাঠকের মতামত

আতঙ্কে কেঁপে ওঠে জরায়ুর ভ্রূণগুলি

৮-৮-৮। ৮ বছরের আসিফা, ৮ জন 'পশু'। ৮ দিন ধরে ছোট্ট মেয়েটির উপর যে পাশবিক অত্যাচার চালায় তা দেশের লজ্জা, জাতির লজ্জা। 'পশু' বললে হয়ত ভুল হবে কারণ পশুরা এমন করে না। কিন্তু ওই ৮ জন মানুষরূপী 'পশুর' মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ বোধ শূন্য। মাত্র ৮ বছর বয়স, তাতেও রেহাই মেলেনি আসিফা বানোর। এই ঘটনা মনে করিয়ে দিল ২০১৩ সালের নির্ভয়া কাণ্ডের স্মৃতি। যেদিন রাজধানীর রাস্তায় শাস্তির দাবি নিয়ে নেমেছিল জনস্রোত, জ্বলেছিল মোমবাতি। ভোগবাদও নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করে এদের কাছে। এই বছরের জানুয়ারিতে নিজের ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে যখন আসিফা গভীর জঙ্গলে চলে যায় তখনই তার ঘোড়া খুঁজে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ করে কাঠুয়ার এক মন্দিরের কেয়ারটেকার। আসিফাকে আটকে রাখা হয় ওই মন্দিরে। দিনের পর দিন তার উপর চলতে থাকে নরপিশাচদের আক্রমণ। একরত্তি মেয়ে! তাতে কী যায় আসে। তাকে মাদকাসক্ত করে ভোগ-লালসার সিদ্ধি করে। ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ে দুজন পুলিশ আধিকারিক ও বিজেপি নেতাদের নাম। রক্ষক যে ভক্ষক তা বারেবারে প্রমাণ হয়েছে, কিন্তু এবার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তৈরি হল। কাঠুয়ার আইনজীবীরা কোর্টে চার্জশিট পেশ করতে পুলিশকে বাধা দিল। ডাকা হল উপত্যকা ধর্মঘট। সাথে যোগ দিল দাঙ্গাবাজ বিজেপি-আরএসএস আশ্রিত 'হিন্দু একতা সংহতি'। তারা ধর্ষকদের পক্ষ নিয়ে আইনের বিরোধিতা করে। গোটা দুনিয়া দেখল ভারত নামক রাষ্ট্রটিতে খুনি, ধর্ষকদের সমর্থনে ধর্মঘট হয়, আদালতে ভাঙচুর হয়, খুনি-ধর্ষকদের দেবতার আসনে বসানো হয়, তাদের সমর্থনে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হয়, কিন্তু বিচার পায় না আফরাজুল, জুনেইদ, আসিফারা, সবিতারা।

সাধারণ শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় একজন শিশু যখন ১২-১৪ বছরে উত্তীর্ণ হয় তখন তার গৌণ যৌন অঙ্গগুলি গঠন হতে শুরু করে। মাত্র ৮ বছর বয়সে আসিফার তো ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ার কথা। কিন্তু সে আজ ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে কবরে শুয়ে চোখ বন্ধ করে। না আসিফার চোখ বন্ধ হয়নি! বন্ধ হচ্ছে আমাদের, যারা সভ্য বলে নিজেদের দাবি করি। আসিফার অপরাধটা কী তা আসিফাকে আমরা বলতে পারিনি। আমরা তার দোষীদের শাস্তি দিতে পারিনি। লজ্জায় চোখ তো আমাদের বন্ধ হওয়া উচিত। হয়ত আসিফা মরে গিয়েও আতঙ্কে রাত কাটাচ্ছে, কারণ কেই বা বলতে পারে কবর থেকে তুলে তার উপর এমন পাশবিক অত্যাচার আবার হবে না। সেই ভয়ে আজও হয়ত শিউরে উঠছে আসিফার নিথর রক্তমাখা দেহ। মাত্র ৮ বছরের আসিফা এখনও শৈশব পার করে কৈশোরে পা দেয়নি, তবুও তার মধ্যে কি এমন জিনিস দেখল যা ধর্ষকদের লালসা থেকে মুক্তি দিল না। হয়তো আসিফার মৃত্যুর সাথে লড়াই আরও কিছুদিন বেঁচে থাকত কিন্তু তাকে মাদকাসক্ত করা হয়েছিল। সে ছিল সংজ্ঞাহীন। তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথা পাথর দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর সলিল সমাধি করা হয় তাকে।

এমন নৃশংস ঘটনা আমাদের অজান্তে দেশের কোথাও না কোথাও ঘটে চলেছে নিত্যদিন। কিছু আসিফা, কিছু নির্ভয়া প্রকাশ্যে আসে আর বাকিরা থেকে যায় বা রেখে দেওয়া হয় অন্তরালের অন্ধকারে। যে দেশের সরকারের স্লোগান 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' সেই দেশেই, সেই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা এইসব পৈশাচিক কাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে কি এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে বিজেপি-আরএসএস-এর হাত থেকে বেটি বাঁচানোর কথা বলা হচ্ছে? আমরা চাই না এই মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষ। আমরা চাই ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নজরুল-এর ভারতবর্ষ, যেখানে রামের বন্ধু হবে রহিম, আসিফার বাড়িতে ঈদের পায়েস খেতে যাবে অসীমা।

দুঃখের বিষয়, কিছু স্বার্থান্বেষী, লোভী, ভোগবাদী, ধর্মের ধ্বজাধারী পিশাচদের জন্য সমাজ আজ কলুষিত। সমাজে বেজে চলেছে হিংসার দামামা। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল। এরা মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে ধ্বংস করছে। সাধারণ মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা লুটছে। তা না হলে আসিফার বাবা আসিফাকে মন্দিরের মধ্যেও খোঁজ করতেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মন্দির পবিত্র জায়গা, এখানে খারাপ কাজ হতে পারে না। আসিফার বাবা যদি নজরুলের কবিতা পড়তেন— 'মন্দির আর মসজিদ ওই শয়তানদের মন্ত্রণাগার...' এই কথাটা যদি আসিফার বাবা জানতেন নিশ্চিতভাবে তিনি মন্দিরে আসিফার খোঁজ করতেন। কিন্তু আফশোস— এখন পবিত্রস্থানে, তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে না, অবলা দেব দেবীদের সামনে জ্বলে শুধু আসিফাদের শরীর। আর পুরোহিত সেজে ওৎ পেতে থাকে পিশাচেরা। আসিফার ছিন্ন যোনীর রক্তে যদি মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট না হয়, তা হলে দলিতদের স্পর্শে জাত যাবে কেন? এতকিছুর পরও যদি শুভবুদ্ধির উদয় না হয় তাহলে সর্ব ধর্মের সম্প্রীতির পীঠস্থান ভারতবর্ষকে আমরা অচিরেই হারিয়ে ফেলব। ভারতের আকাশে বাতাসে হিংসা, অসহিষ্ণুতার ঝড়। যে ঝড়ে আতঙ্কে কেঁপে উঠছে আসিফার মায়েদের জরায়ুতে থাকা ভ্রূণগুলি। এই ঝড় সবাই মিলে প্রতিহত করতে না পারলে এমন বহু আসিফাই যে এইসব ধর্ষকদের লালসার শিকার হবে তা বলাই বাহুল্য। এই শুভ নববর্ষের সন্ধিক্ষণে একটাই কামনা, এই পাশবিকতার অবসান হোক। চৈতন্য ফিরুক ভোগবাদীদের।

মেহেদি হাসান মোল্লা, বটতলি, গোসাবা

ধর্ষণে অভিযুক্ত মন্ত্রীকে রেহাই দিল বিজেপি সরকার

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন চিন্ময়ানন্দ। ১৯৯৯ সালে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর থেকে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন তিনি। ২০১১ সালে চিন্ময়ানন্দের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং অপহরণের মামলা দায়ের করেন তাঁর আশ্রমের আবাসিক এক তরুণী।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার এই মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করার জন্য ৬ মার্চ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই মতো ৯ মার্চ শাহজাহানপুর প্রশাসন তদন্তকারী অফিসারকে লিখিতভাবে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২.৪.২০১৮)।

২০১১ সালের ধর্ষণের মামলা। ২০১৮ সালেও তার বিচার শুরু হল না। বেটি বাঁচাও স্লোগান দেন যে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর দলের মন্ত্রী ধর্ষণে অভিযুক্ত। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ সরকার অভিযুক্তকে বাঁচাতে অতিমাত্রায় তৎপর। এহেন শাসনে কে বাঁচবে— ধর্ষিতা-নির্যাতিতা নাকি ধর্ষকরা?

রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের ফলে নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-খুন বেড়েই চলেছে

সংবাদপত্রে এবং টিভির পর্দায় নারী ধর্ষণ ও খুনের একের পর এক ঘটনা দেখে শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু এর শেষ কোথায়? অনেকে অনেকভাবে এইসব বিকারের বাড়বাড়ন্তের ব্যাখ্যা দেন। সম্প্রতি বেসরকারি নজরদার সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর) এক রিপোর্টে দেখিয়েছে, সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি এইসব খুনি-ধর্ষকদের প্রার্থী করে সামাজিক পুনর্বাসন দিয়েছে, এদের মধ্যে অনেকেই নির্বাচনে জিতে এমএলএ-এমপি হয়ে এই সব মামলাকেও প্রভাবিত করছে যার ফলে অপরাধীদের সাজা হয় খুব কম ক্ষেত্রেই।

খুন-ধর্ষণে অভিযুক্তদের প্রার্থী করার ক্ষেত্রে সব থেকে এগিয়ে বিজেপি। গত পাঁচ বছরের হিসাবে, গোটা দেশে বিজেপি ৫৯ জন ক্রিমিনালকে প্রার্থী করেছিল, যাদের বিরুদ্ধে অপহরণ, দেহব্যবসার জন্য নাবালিকা কেনা, জোর খাটিয়ে বিয়ে দেওয়া, এমনকী ধর্ষণেরও মামলা রয়েছে। এদের মধ্যে জয়ী হয়েছেন ১২ জন। তারপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্রের শিবসেনা। অন্যতম উগ্র হিন্দুত্ববাদী, বিজেপি ঘনিষ্ঠ এই দলটির ৭ জন ক্রিমিনাল প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস ১৮ জন দাগী আসামীকে প্রার্থী করেছে। তার মধ্যে জিতেছেন ৬ জন। টিকিট পেয়েছেন অথচ জেতেননি এমন ক্রিমিনাল নেতার সংখ্যা— বিএসপির ৩৫, কংগ্রেসের ২৪, সিপিএমের ১২ সিপিআইয়ের ১০।

এই সব দলের নেতৃত্ব যাঁরা ক্রিমিনালদের প্রার্থী করেছেন তাঁরা ভেবে দেখুন, তাঁদের এই ভূমিকা কীভাবে নারী জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে।

(তথ্য সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা—২০.০৪.২০১৮)

ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

হাওড়া

শিলিগুড়ি

চিত্তরঞ্জন

চুঁচুড়া

কোচবিহার

বাঁকুড়া

শোষিত মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসাই বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণসত্তা

তিনের পাতার পর

একদিন সিপিএম করেছে, তাহলে তাদের নেতা-কর্মীরা কী করে বিজেপিতে যুক্ত হচ্ছে? যদি কারও মধ্যে এতটুকু বামপন্থার ঐতিহ্য থাকতো, এটা কি হওয়ার ছিল? আসলে বামপন্থার স্লোগান ছিল, বামপন্থার সংস্কৃতি ছিল না, বামপন্থী আদর্শের চর্চা ছিল না। বিজেপি এই জায়গায় আসতে পারত না। শুধু কি তাই? বিজেপি মাথা তুলল কখন? সিপিএম মোরারজি দেশাইয়ের সিন্ডিকেট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইন্দিরা কংগ্রেসকে প্রগতিশীল বানিয়েছিল ১৯৬৭-'৬৯ সালে। যারা বয়স্ক লোক তাঁরা জানেন, পরবর্তীকালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যখন ভারতবর্ষে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের জোয়ার চলছে, গোটা হিন্দি বলয়ে বিরাট আন্দোলন হচ্ছে, আমাদের দল চেয়েছিল, কমরেড শিবদাস ঘোষ চেয়েছিলেন, বামপন্থীরাই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিক। সিপিআই তখন ইন্দিরার বন্ধু, সিপিএম-এর সাথে ইন্দিরা গান্ধীর সখ্যতা, তারা এই আন্দোলনে নামল না। সেই আন্দোলনকে আত্মসাৎ করেই জনসংঘ-আরএসএস শক্তি বাড়াল। না হলে জনসংঘ-আরএসএস এই জায়গায় আসতে পারত না। এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। আবার এটাও আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এরপর যখন ভোট হল ১৯৭৭ সালে, এই জনসংঘ-আরএসএস ও অন্য দক্ষিণপন্থী দলগুলি নিয়ে জনতা পার্টি গঠিত হল। সেই জনতা পার্টিকে সমর্থন করেছিল সিপিএম, ভোটের স্বার্থে। মোরারজি দেশাই কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী, এখানে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী, ক্ষমতায় এল হাত ধরাধরি করে এবং সেই মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন বাজপেয়ী-আদবানি, তৎকালীন জনসংঘ ও পরবর্তীকালে বিজেপি নেতা, যে সরকারকে বন্ধু সরকার বলেছিল সিপিএম। এই হল ইতিহাস। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভি পি সিং সরকারকে একদিকে সমর্থন করেছে বিজেপি আর একদিকে সমর্থন করেছিল সিপিএম। এই কলকাতার ময়দানে বাজপেয়ী এবং জ্যোতি বোস মিটিং করে গেছেন। ফলে বিজেপির ক্ষমতাবৃদ্ধিতে, বিজেপির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সিপিএমের অবদান কোনও অংশে কম নয়। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসন বামপন্থার ঐতিহ্যকে নষ্ট করেছে, জনগণকে বামপন্থার বিরোধী করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন যে, তোমরা বামপন্থার সর্বনাশ করছ। তার সুযোগ নেবে জনসংঘ। তখন ছিল জনসংঘ, আজ তার নাম বিজেপি। ঘটেছেও তাই। আজ তৃণমূল যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, সরকারে থাকাকালে তারও জমি তৈরি করে গেছে সিপিএম। যার জন্য পাবলিক বলছে, সিপিএমও করেছে, আজ তৃণমূলও করছে। বরং হিসাব করছে, কে বেশি করেছে, কে কম করছে। এখন সিপিএম বিজেপির বিরোধিতার নামে কংগ্রেসের সাথে ঐক্য করছে, এতো সুবিধাবাদ। এই কংগ্রেস কি সেকুলার? কংগ্রেস কোনও দিনই সেকুলার নয়। সেকুলার কথার অর্থ হচ্ছে দর্শনগত ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদ থাকবে না, এই পার্থিব জগৎই একমাত্র সত্য। যার প্রতিনিধি ছিলেন বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, ভগৎ সিং। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেকুলারিজম হচ্ছে রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায়, সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মের কোনও ভূমিকা থাকবে না। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসাবে থাকবে। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য তাই ছিল। কংগ্রেস এই রাজনীতির চর্চা কোনও দিনই করেনি। কংগ্রেসও তো বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছে। সর্বশেষ হচ্ছে, দিল্লিতে শিখদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা। কংগ্রেস কোনও দিনই সেকুলার নয়। আজ কংগ্রেস কী করছে ভোটের জন্য? বিজেপির সাথে প্রতিযোগিতা করে মন্দিরে মন্দিরে ধর্না দিচ্ছে, মসজিদে মসজিদে ধর্না দিচ্ছে, গির্জায় গির্জায় ধর্না দিচ্ছে। একটা কথাই এসে গেছে— কংগ্রেসের নরম হিন্দুত্ব। এই কংগ্রেসকে সিপিএম সেকুলার বানাচ্ছে। কতকগুলি প্রাদেশিকতাবাদী, জাতপাতভিত্তিক পার্টি— বিএসপি, এসপি, আরজেডি, ডিএমকে এই সমস্ত পার্টিগুলো, যাদের সাথে সেকুলারিজমের কোনও সম্পর্ক নেই এবং যাদের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতার গদি— এদেরকে বলছে সেকুলার ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস। অথচ বর্তমান অবস্থায় একটা বিরাট সুযোগ ছিল। আজ কর্পোরেট সেক্টরের মধ্যেই লড়াই হচ্ছে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। যার ফলে এদের একদল বিজেপিকে, আর একদল কংগ্রেসকে সমর্থন করছে। জাতীয় পুঁজির সঙ্গে আঞ্চলিক পুঁজির দ্বন্দ্ব হচ্ছে, রাজনীতি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন হচ্ছে। ফলে শাসকশ্রেণি ও তাদের দলগুলি যেখানে তীব্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত, শত্রুপক্ষের এই দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণিসংগ্রাম, গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করা যায়, সেটাই ছিল সত্যিকারের বামপন্থা। সেই পথ তারা বর্জন করে শুধু ভোটের স্বার্থে বিজেপি বিরোধিতার নামে আজকে কংগ্রেস এবং এই সমস্ত প্রাদেশিকতাবাদী জাতিবাদী পার্টির সাথে সিপিএম ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এর সাথে বামপন্থার কোনও সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় আমাদের পার্টি মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে বহন করছে, বামপন্থার ঝান্ডাকে বহন করছে। আজ আমাদের উপর অত্যন্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তেছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে।

এখানে আরও কয়েকটি কথা কমরেডদের জন্য আমি বলব। কথাগুলি হচ্ছে, আমাদের কমরেডরা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি সকলেই খুব শ্রদ্ধাশীল। আমি জানি নেতা-কর্মীরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে স্মরণ করবেন এবং তাঁরা দলের স্বার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু যে প্রশ্নগুলো ভাবা দরকার তা হচ্ছে, আমাদের বহু কর্মী-নেতা আছেন যাঁরা এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারেননি। আবার বেশকিছু নেতা-কর্মী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করেছেন, কিন্তু যেটা তাঁরা ত্যাগ করতে পারেননি, যে ত্যাগটা করা অনেক কঠিন সংগ্রামের বিষয়, যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম মার্কসবাদী আন্দোলনে উত্থাপন করেছেন, সেটা হচ্ছে, সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করতে হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত মানসিকতা, ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হতে হবে। তিনি বলেছেন, ব্যক্তিবাদ ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে প্রগতিশীল, যা সেকুলার মানবতাবাদ নিয়ে এসেছিল। আজ পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে সেই ব্যক্তিবাদ নিয়ে এসেছে চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, নৈতিক মানের চূড়ান্ত অবনমন। এরকম একটা অবস্থায় আমরা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করছি, এখানে ব্যক্তিবাদ আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে মোটামুটি বুঝি, সেগুলি আমরা চর্চা করি। কিন্তু আমাদের অভ্যাসে-আচরণে, আমাদের জীবনযাত্রায়, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ যে কাজ করছে, এমনকী প্রতিমুহূর্তে কাজ করছে, এই সম্পর্কে অধিকাংশ নেতা এবং কর্মী সতর্ক নন, অবহিত নন।

আমরা চিন্তা করি, প্রত্যেকে ভাবি, প্রত্যেকে মনে করি এটা ঠিক, ওটা বেঠিক, কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়, এটা ভাল নয়, ওটা ভাল লাগে না, এ এরকম, ও ঐরকম। এই ভাবনাটা অর্থাৎ আমরা যে চিন্তাপ্রক্রিয়ায় কাজ করি, সেটা কি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ নির্ধারিত চিন্তাপ্রক্রিয়া? আমরা ক'জন কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত আছি? আমরা কনভেনশনাল যে চিন্তা সমাজ থেকে ছোটবেলা থেকে পেয়েছি, যেটা বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, বুর্জোয়া বিচারধারা— আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে, রক্তে-মজ্জায় মিশে আছে— তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম দরকার। এমনকী তার জন্য মার্কসবাদকেই, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকেই দর্শনগত দিক থেকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। এই চলমান জীবন, গতিশীল জীবন প্রতিমুহূর্তে পাল্টাচ্ছে। এই গতির চলার নিয়ম কী, এর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কী, বহির্দ্বন্দ্ব কী, কোনটা বহির্দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রধান, কোনটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রধান, কোনটা সংখ্যাগত পরিবর্তন, কোনটা গুণগত পরিবর্তন, কোনটা ধ্বংস হয়ে আরেকটা সৃষ্টি হচ্ছে— এ সব প্রকৃতি জগতের মতোই সমাজের ক্ষেত্রেও ঘটে, একটা পরিবারের ক্ষেত্রে ঘটে, একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে, একজন কমরেডের ক্ষেত্রে ঘটে, একজন নেতার ক্ষেত্রে ঘটে— এই বিচারের ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ আবেগবর্জিত ভাবে, বিদ্বেষমুক্ত ভাবে, মনগড়া ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের বিচার করা দরকার। এই ক্ষমতা অধিকাংশ নেতা ও কর্মী আজও অর্জন করতে পারেনি। এটা অর্জন করতে হলে একই সাথে তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত সংগ্রাম দরকার। উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করে এই উভয় সংগ্রামের শিক্ষাকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় আয়ত্ত করতে হবে। এটা অর্জন করতে না পারলে দলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে কিছু কথা ও কাজ চলবে, মতবিনিময় হবে, কিছু তর্ক হবে, বিতর্ক হবে। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, উন্নত মান, সাংস্কৃতিক মানের ভিত্তিতে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এটা দলের অভ্যন্তরে গড়ে উঠবে না। এটা না গড়ে উঠলে দলের মধ্যে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম ঠিক মতো ক্রিয়া করবে না। এটা না গড়ে উঠলে হয় নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ সমর্থন গড়ে উঠবে, না হলে অন্ধ বিরুদ্ধতা গড়ে উঠবে। নেতৃত্ব বুরোক্রেটিক হবে। বিভিন্ন স্তরে এসব জিনিস থাকবে। নেতা-কর্মীদের মধ্যে নাম করার ঝোঁক, অহঙ্কার, হামবড়া ভাব, নিজেকে জাহির করার মনোভাব, অপরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, তিক্ততা— এইসব জিনিস নানানভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইবে। এগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম দরকার। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, সন্তানের প্রতি অ্যাপ্রোচ এ সমস্ত ক্ষেত্রেও সর্বহারা সংস্কৃতির যে দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত, সেই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে না পারলে আমরা কেউই উন্নত কমিউনিস্ট স্তরে উন্নীত হতে পারব না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, একসময় বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রগতিশীল ছিল, তাকে ভিত্তি করেই বিশ্বে রেনেসাঁসের যুগে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে উন্নত চরিত্র গড়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে নবজাগরণের, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারাও সেই স্তরে ছিলেন। আমরা এখন সেই যুগের যা মানবতাবাদী স্তর, সেই স্তর নিয়েও শুরু করিনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ যেজন্য আমাদের বলেছিলেন, শরৎ সাহিত্য পড়, এইসব বড় মানুষদের জীবনি পড়, এঁদের জীবনী থেকে শিক্ষা নাও। শরৎ সাহিত্যের চরিত্র থেকে শিক্ষা নাও। এদের শিক্ষা নিয়ে মানবতাবাদী চরিত্র, মূল্যবোধ অর্জন কর। তার মূল কথা হচ্ছে বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, দলের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। এর পরের স্তর হচ্ছে বিপ্লবের স্বার্থই আমার স্বার্থ, দলের স্বার্থই আমার স্বার্থ। এখানে ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ থাকবে না। এই স্তরে উন্নীত হতে হলে আগে মানবতাবাদী যুগের শ্রেষ্ঠ যে স্তর, সেই স্তর আমাদের অর্জন করতে হবে। এখানে আমাদের সংগ্রামের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি আবেগ, দলের প্রতি আবেগ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। প্রতিমুহূর্তে যেমন আমাদের শরীরকে রক্ষা করতে হচ্ছে, এই পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরে কোষের ধ্বংস হচ্ছে, জন্ম হচ্ছে, তেমনি আমাদের মধ্যেও পুরনো চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে, নতুন চরিত্র গড়ে উঠছে। বুর্জোয়া-প্রোলেটারিয়েটের দ্বন্দ্ব, বিপ্লবী-অবিপ্লবীর দ্বন্দ্ব, প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে কাজ করছে এবং এই লড়াই সচেতনভাবে না হলে আমরা যতবড় দায়িত্বেই থাকি না কেন, অধঃপতন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব না এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হতে পারব না।

আমার সর্বশেষ বক্তব্য, কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলনে এসেছেন শোষিত মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে। যদি জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসা না থাকে, তবে জনসংযোগটা একটা রুটিন ওয়ার্ক হয়ে যায়। জনগণের প্রতি ভালবাসা, গরিব মানুষের প্রতি ভালবাসা, তার থেকে জনসংযোগ— এইটিই হওয়া চাই। প্রত্যেকটি নেতা-কর্মী যে যেখানে থাকে, সেখানে প্রত্যেক কে একটা আদর্শ চরিত্র হিসাবে দাঁড়াতে হবে। দলের মধ্যে প্রত্যেকটি নেতা হবে কর্মীদের সামনে আদর্শ। আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে। বক্তৃতা নয়, নিজের জীবন দিয়ে শেখাও। আমার এলাকায়, আমার পাড়ায়, আমার দায়িত্ব-কর্তব্যে, আমার স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায়, আমার ভদ্রতায়-নম্রতায়-সুশোভন আচরণে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মানুষের বিপদের দিনে উপকারের, মাধ্যমে ঘরে ঘরে আমি তাদের আপনজন হয়ে যাব। এভাবে আমাদের মানুষের কাছে যেতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন, নেতৃত্ব কাজ দিক না দিক প্রতিটি কর্মী নিজস্ব উদ্যোগে, সৃজনশীল ভাবে সংগঠন গড়ে তুলুন। ক্লাব-লাইব্রেরি-সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলুন এবং মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব-চরিত্রকে বহন করে নিয়ে যান। আর যেখানে যা অন্যায় হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে, একা হলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। এই হচ্ছে কমিউনিস্ট চরিত্র। আমরা যখন বিক্ষোভের কথা বলি, তা একটা প্রোগ্রাম নয়। এই বিক্ষোভের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও প্রতিবাদ, আর অত্যাচারিত মানুষের প্রতি যে দরদবোধ তা ফুটে ওঠে। এ না হলে এটা আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম মাত্র। আমাদের দল

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বিচারপতি সাচারের মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার এক যোদ্ধাকে হারাল দেশ

বিচারপতি রাজিন্দর সাচারের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

বিচারপতি রাজিন্দর সাচারের মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ রক্ষার এক যোদ্ধাকে হারাল দেশ। তিনি এক দৃষ্টি আকর্ষণকারী রিপোর্টের (বিচারপতি সাচার কমিটির রিপোর্ট) জন্য সর্বজন পরিচিত। সেই রিপোর্টে তিনি দেখিয়েছেন যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় এদেশে এমনকী তফসিলি জাতি-উপজাতির তুলনায়ও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তিনি সেগুলি অবিলম্বে সমাধান করার সুপারিশও করেছিলেন। জরুরি অবস্থার কালা শাসনের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও আন্দোলনগুলির কণ্ঠরোধ করার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। শিক্ষা, জল ও বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের তীব্র সমালোচক ছিলেন বিচারপতি সাচার। তিনি নারী ও শিশুদের উপর ঘটে চলা অপরাধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন।

বর্তমানে দেশে ফ্যাসিস্ট শক্তি যখন গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে এবং ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, সেই সময়ে বিচারপতি সাচারের অনুপস্থিতি বেশি করে অনুভূত হবে।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দুর্গতি আরও বাড়াবে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ আজ এক বিবৃতিতে বলেন,

আবার পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি করা হল। আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির কথা নেহাতই একটি অজুহাত। কারণ এ দেশে পেট্রোল-ডিজেলের দামের সঙ্গে চাপানো আছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির তরফে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স ও সেসের বোঝা। সকলেই জানেন, এই মূল্যবৃদ্ধির অনিবার্য ফল হিসাবে জনগণের ব্যবহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। ফলে জনগণের দুর্গতি আরও বাড়বে।

আমরা দাবি করছি, পেট্রোল ও ডিজেলের উপর চাপানো ট্যাক্স ও সেস অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিয়ে বাজারে এই দুটি পণ্যের দাম কমানো হোক।

এস ইউ সি-র মিছিল এগোতেই তেড়ে এল ওরা

রামপুরহাট শহরে এস ডি ও অফিসের সামনে লাঠিধারীদের বাধার মুখে পড়েছে এস ইউ সি-র মিছিল, সে ছবিই তুলছিলাম সোমবার দুপুরে।

লাঠির ডগায় জড়ানো শাসক দলের পতাকা। সব মিলিয়ে শ'দেড়েক। ওদেরই এক জন শাসানির সুরে বলল, 'ছবি তুলবি না একদম'। কান দিইনি।

এস ইউ সি-র এক মহিলা নেত্রীকে ঘিরে ধরেছিল কয়েক জন। ক্যামেরা হাতে সে দিকে এগোতেই এক জন বলল, 'আমাদের ছবি তুলছে, মার ওকে'। পর ক্ষণেই মাথার পিছন দিকে ভারী কিছু দিয়ে কেউ জোরে বাড়ি মারল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতেই ফের ঘা পড়ল প্রায় একই জায়গায়। মাথায় হাত দিতে, ভিজল রক্তে।

অন্য হাতে ছিল ক্যামেরা। কাঁধের ব্যাগে আরও একটা ক্যামেরা। তত ক্ষণে ঘিরে ধরেছে, পনেরো-ষোলো জন। লোহার পাইপ, লাঠি, উইকেট হাতে। শুরু হল এলোপাথাড়ি মার। কাঁধ, পিঠ, কোমরে।

ক্যামেরার ব্যাগটা কে যেন টেনে নিল। মারমুখী ভিড়ের মধ্যে থেকে আমাকে কোনও ভাবে বার করলেন এস ইউ সি-র এক জন। আমার সঙ্গে থাকা সংবাদকর্মী অক্ষয় ধীবরও তখন রক্তাক্ত। কিন্তু থামেনি কিল-চড়-ঘুসি-লাথি। প্রাণ বাঁচাতে ছুটলাম একটা গলির দিকে। পিছনে তাড়া করল লাঠি-বাহিনী। কোনও ভাবে পৌঁছলাম রামপুরহাট থানার সামনে। সেখানে পৌঁছতে রক্ষে।

সোমবার সকাল থেকেই এস ডি ও অফিসের সামনে ছিল পুলিশ পাহারা। কিন্তু পুলিশ ব্যারিকেডের বাইরে দাপাচ্ছিল লাঠি-বাহিনী। দুপুরে ওই অফিসের দিকে এস ইউ সি-র মিছিল এগোতেই তেড়ে এল তারা।

বিকেলে আমাকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে। ডাক্তার বলেছেন, এক দিন থাকতে হবে সেখানে। বিছানায় শুয়ে একটাই আওয়াজ ভাসছে কানে, 'মার ওকে'।

সব্যসাচী ইসলামের প্রতিবেদন
আনন্দবাজার পত্রিকা-২৪.০৪.১৮
শিরোনাম আমাদের

৭০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

সাতের পাতার পর

বাড়ছে, আরও বাড়বে। কিন্তু শুধু সংখ্যা দিয়ে হবে না, কোয়ালিটি চাই, চরিত্র চাই। নেতারা কর্মীদের দায়িত্ব দিন, নতুনদের দায়িত্ব দিন। নতুনদের বিকাশকে সাহায্য করুন। নেতাদের আচরণে কোথাও যেন বুরোক্রেসি বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কর্মীরা যেন খোলা মনে নেতাদের বলতে পারে, মুখ খুলে বলতে পারে, সমালোচনা করতে পারে। আমাকে বলতে না পারাটাই হচ্ছে আমাকে অসম্মান করা— এরকম একটা পরিবেশ— যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজের জীবনে যাপন করেছিলেন, সেই পরিবেশ দলে গড়ে তুলতে হবে।

এদেশের বুকে আমরা যেখানে যখন সম্ভব অন্যান্য বামপন্থী দল যতটুকু আন্দোলনে আসবে, তাদের নেব। কিন্তু আমরা জানি তারা আজকে লড়াইয়ের পথ পরিত্যাগ করেছে। আন্দোলনে যদি তারা আসে একমাত্র ভোটের জন্যই আসবে। এ ছাড়া তাদের কোনও আন্দোলন নেই। অন্যান্য বুর্জোয়া পার্টির যা চরিত্র, এদের চরিত্র ঠিক তাই— ভোটসর্বস্ব রাজনীতি। ফলে আমাদের নিজেদের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবক-মহিলা সমস্ত ক্ষেত্রে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়েই ধর্মান্ধতাকে ফাইট করতে হবে, সাম্প্রদায়িকতাকে ফাইট করতে হবে। অন্যদিকে মতবাদিক সংগ্রাম, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এগুলিকে ফাইট করতে হবে। লেনিন বলেছিলেন, অনেস্ট প্রিস্ট ইজ ডেনজারাস দেন ডিজঅনেস্ট প্রিস্ট। সৎ ধর্মযাজক বিপজ্জনক। কারণ, তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন সেটা ক্ষতিকারক। আর তিনি সৎ বলে লোকে বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু ধর্মপ্রচারক যদি অসৎ হয়, তত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারবে না। আর আজ বিজেপি-আরএসএস অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী এবং সমস্ত রকম অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তারা ধর্মীয় সততার ভেক ধারণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত বিশেষ করতে পারবে না। আবার যেভাবে কংগ্রেস বিরোধিতাকে পুঁজি করে বিজেপি ভোটে জিতেছে, তেমনই বিজেপি বিরোধিতাকে পুঁজি করে কংগ্রেস ও অন্যরা জোট করে হয়ত আগামীবার গদি দখলের লড়াইয়ে জিততে পারে। কিন্তু বিজেপি যেভাবে মননশীলতা, যুক্তিবাদী মন, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে ধ্বংস করছে, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম-জাতপাত-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়েছে, তার কুফল বহুদিন ভুগতে হবে। এই সর্বনাশকে একমাত্র আমরাই সর্বহারা বিপ্লবী দল হিসাবে রুখতে পারব — যদি আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়াই এবং শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলনগুলো গড়ে তুলি, গণসংগঠনগুলো গড়ে তুলি এবং আমাদের দায়িত্ব পালন করি। এই দায়িত্ব যাতে সকলে পালন করেন, সেই উদ্দেশ্যে আমি এই কথাগুলো বলে গেলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ
সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ
লাল সেলাম

সোনারপুরে দেওয়াল লিখন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাধাকান্তপুরে দেওয়াল লিখন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com